না করয় মিনতি । ধন নাহি মাগ তারে নাহি কর স্তুতি । অগ্রে থাকি গর্ব্ববাক্য শুনিতে না হয় । কেহ কোথা কি তপ করিলে মহাশয় ॥

কালে বনিয়ু হর্ম্মিণাক্তনেন জীর্ষ্ণস্ত যত্র শূলক্তেন । বিদবেভি ধনিযূন দৈন্যং তেকিল পশবেকয়ং সুধিয় । ১৪ ।

বনে যরে মৃগসব দুঃখায় মুখে । না করে দীনতা কোন ধনবান দেখে ॥ এই দোষে তারে কি বলিব পশু জাতী । ধনী পা ভিক্ষাকরী মোরা কি নৃমতী ।

অশাধ্য শূযনেব রক্ষিমহতীমধ্য ছিদো বেদনা মাত্রূ কন্য চিদপ্যয়ং পরি ভবো যাচঞাতি সংসারিণং । পন্যভাত বিয়ং তি গৌরব জরারিকৃকার কেলিস্থলী মানম্লান মসী প্রবাতি কর এ গলভ গর্ব্বচ্যুতিঃ ॥ ১৫

যাচঞা নামেতে এক বেদনা মহতী । পরাভব করে আর নম্র কোহি অতি ॥ জানিকে যাচঞা দুঃখ কহেন শিহুন । সংসারি জীবের যেন লাহয় এমন ॥ ধনিতেদৈন্যতা যে যাচঞা নামধরে । জরারূপ স্বরীরে যৌবন নাশকরে ॥ শীকার আদি তাহে করয়ে বিকার । লজ্জা কপাধরি মান নাশে অনিবার ॥ বহুবিধ বিদ্যা গম্ভীর যেইজন । তার গর্ব্ব যাচঞা নাশেন ততক্ষণ ॥

ক্ষগন্তান্দৌ ভ্রাতঃ কত বনতনোযস্থনীন্দ্র কিমর্থ প্রাণ্যনাং শ্রিতি মনু বিধার্জং কথমপিধনৈ যাচঞা লব্ধে নৃপরি হর্ষ্যন ক্রমং নিকারোহগ্রে পশ্চাধন মহঃস্তত্তক্রিনিধনং ।

কহ ভাই কি কারণে কোথায় চলেছ। ধনীর নিকটে যাই কি কারণে পুছ ॥ ভাগ্যমানে ভিক্ষামাগী বহুধন পাব। স্ত্রীপুত্র ভরণ করি পরাণে বাচিব ॥ আরবার কহে তারে শুন হে দারিদ্র যাচঞা জন্মবন বড়ই অভদ্র ॥ প্রথমে ধিক্কার পায় নষ্ট হয় মান। পশ্চাৎ ভিক্ষার ধন মরণ সমান ॥

প্রাণানাং যত কিং বুধৈ কঠিনতাং ইত্তরেষা নাবীকৃতা মোক্ষামিভি কদাচী দেবহিন যে যাচঞাবচোভিঃ সমং। আত্মা নং পুনঃ রাক্ষি পাম্বি বিদিত ইত্যন্যোঽপি যেষা মহো মোথ্য শঙ্কিত তদ্বিয়োগ বিধুরোয় প্রার্থয়ে সর্ব্বশঃ। ১৭

প্রাণের কাঠিন্য শুন কি কহিব হায়। যাচঞা বাক্যের সনে নাই বাহিরায় ॥ আত্মাযে আক্ষেপ করে কহি পুনর্ব্বার প্রাণ বিয়োগের শঙ্কা না করিহ আর। যাচঞা যত দুঃখ জগতে বিদিত ॥ মান হানী তাহাতে মরণ সমুচিত ॥ এতদুখে প্রাণ যদি না হলো বাহির। কভুনা যাইবে প্রাণ নাহও অস্থির ॥

অনীবাং প্রাণানাং জলিত বিবিধীপত্র পয়সাং কৃতেকিং নাস্মাভিবিগলিত বিবেকৈর্ব্য বসিতং যদিশানামগ্রে দ্রবিণকন মোহন্ধমনসাং বীতব্রাড়ৈ নি জগুণকথা পাতক মপি ॥ ১৮

পদ্মপত্র বারিসম প্রাণের লাগিয়া। কুকর্ম্ম কি বাকি আছে দেখনা ভাবিয়া ॥ লজ্জা ভয় ধরম করম গেল দূর ॥ বিদ্যার জন্মিল যত গর্ব্ব হইল চূর ॥ বতকিঞ্চিৎ ধনে মত্ত ধনির কাছে গিয়া ভিক্ষা করী নাম ছার প্রাণের লাগিয়া ॥

বিত্তং সাবীজ্য জগুরিপতত্তনঃ কায়োবো পম্যারং প্রায়ো

নিজ দেহ ভারঃ বাস জীর্ণপটখণ্ডমিব কথা হাহা তথাপি বিষয়াম জহাতি চেতঃ ॥ ২২

দরিদ্র ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

ভিক্ষায় ভোজন বাস হইল প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের এক দেশে কোটিরভবন ॥ বস্ত্র পুরাতন ছেঁড়া কাঁথা হইল সার। আপন উদর পরিজন পোশাভার ॥ হায় আমাদের হৈল বিধাতা নির্ঠুর। তথাপি বিষয় বাঞ্ছা নাহি গেল দূর ॥

স্বামুদর সাধুমনো শাকৈরপি যদসি লব্ধ পরিতোষঃ। হত হৃদয়ং হ্যধিকাধিক বাঞ্ছাশত দুর্ভরং নপুনঃ ॥ ২৩ ॥

গ্রন্থকারপনমনকেনিন্দাকরিয়াউদরকেসাধুবাদদিতেছেন ॥ ধন্য হে উদর তোমায় দিই সাধুবাদ। শাকে পরিপুষ্ট হও না কর বিবাদ ॥ কুটিল হৃদয় খল মন বড় দুষ্ট। শত শত পাইলেও নাহয় সন্তুষ্ট।

পিনোপিষ্টি শতং সহস্রশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপশ্চক্রে শ্বরত্বং পুনঃ। চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাঞ্ছতি ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ ॥

গ্রন্থকার আপন আশা নিবারণ কারণ প্রমাণ দেখাইতেছেন এবং লোক শিক্ষা করাইতেছেন।

দরিদ্র বাসনা করে শতেক তঙ্কার। শত পতি বাঞ্ছে মুদ্রা হাজার ॥ লক্ষ তঙ্কা বাঞ্ছা করে হাজারের পতি। লক্ষ

পতি বাঞ্ছা করে হইতে ভূপতি॥ ভূপতি বাঞ্ছা করে সদা রা ক্ষতি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে বাঞ্ছা বাড়ে অতি॥ চক্রবর্ত্তি বাসনা করে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সুরপতি করে বাঞ্ছা ব্রহ্মপদ তত্ত্ব। ব্রহ্মাবলে বিষ্ণুপদ সদা আমি চাই। এই রূপে বাঞ্ছার অবধি নাহি পাই॥ এপ্রকার ক্রমেতে বাসনা বেড়ে গেছে। বল ভাই কে বাঞ্ছার অন্তকে পেয়েছে॥

ভুক্তং পাত্রং ধাত্রী পত্নিমতিরমরো প্রচুর ভূরয়ং ভূতাবা লোবিমূষকিয়ত্তীং যাঁতি নদশাং। তর্থাপি ন ধীরাণাং ক্ষণমপি কিমন্যাত্ত মূচিতঃ খলীকারঃ কোহয়ং স্বমহ মহতোবেত্তিরভস;॥ ২৫

আপন দেহ অনিত্য জ্ঞানে লোক শিক্ষা করাইতেছেন॥ দেখ ভাই এই দেহ লোকের অবার। রেত রক্ত পুরিশ প্রস্রাব মাত্র সার॥ এদেহ ভূতের বাসা মিথ্যা দেহে আশা। দেহধরে কত কিনা হইল দুর্দ্দশা॥ ধীরের উচিত নহে এদেহ রাখিতে ছায়া বাজি মাত্র ভেবে দেখহ মনেতে॥

রেতঃ শোণিতয়োঃ স্থিয়ং পরিণতিঃ পুষ্যাতি বেনিত্যশঃ মৃত্যোরাপদমাশ্রয়ো গুরুমলাং রোধস্যা বিশ্বাসদুজ্ঞানন্দপা বশী বিবেক বিরাহাগ্র ক্ষম বিদ্যাম্বুদো শৃঙ্গারপ্রকৃতি পুষ্প্রকামা তি যত অক্রীয়তি শ্রী তি॥ ২৬

পুনর্ব্বার দেহকে অনিত্য বোধ করাইয়া লোক শিক্ষা করাইতেছেন॥

০ শোণিত শুক্রেতে হয় দেহের উৎপত্তি। মৃত্যুর আগার

মহৎ লোকের আশ্রিত ॥ ব্যাধির মন্দির দেহ জেনে নাসিকান অবণী হইবা লজ্জা হারাইছে কেনো ॥ মায়ার সমুদ্রে ডুবে স্ত্রীকর কামনা । পুত্র চাহ ক্ষেত্র চাহ শৃঙ্গার বাসনা ॥

কৈতদ্বক্তারবিন্দং কুবলয়ধরমধু কর্ণকুম্ভাত্তে কটাক্ষাঃ কালাপাঃ কোমলাস্তে করমদন ধনুর্ভ্রূ ভ্রোক্তবিলাসঃ ইথং খট্টাঙ্গ কোটৌ প্রকটিত দশনং মঞ্জুগুঞ্জং সমীবং রাগান্ধানা ঘিরোচ্ছে রূপহসন্তি মহামোহ জালন কৃপালং । ২৭

পুনর্ব্বার ভঙ্গিদ্বারা দেহ অনিত্য কহিতেছেন ॥

শবের মস্তক এক খাটের উপরে । পবন গরজে গিরে ভিতর গর্তরে ॥ দন্তের নিকটে দেখি কবি কহে সার । শূক শালে পবন কহিছে তিরস্কার ॥ মড়ার মস্তকে ডেকে কহিছে পবন । ওরে তোর মুখ পদ্ম কোথায় এখন ॥ কোথা অধরের সুধা বিস্তার লোচন । কোথা তোর এখন কোমল সম্বোধন ॥ কামের ধনুক সম ভ্রূযুগ কোথায় । কামকে ইঙ্গিত করে করে হায় হায় ॥

শুনু হৃদয় রহস্যং যম্মৃলীনাং ধ্বশস্তং নথলু নখল যোবিৎ সঙ্গমং সন্নিধেহি হরন্তিহ হরিনাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষি ক্ষুরাপেং প্রস্তে সমস্তশস্ত্রং ছিন্তম বৃন্তমানা ॥

গ্রন্থকর্ত্তা আপনার মনকে সাবধান করিতেছেন ॥

শুন ওরে মন তোরে বলি এক কথা । যদি রূপস্বির হাহা স্মরণা কতব্য ॥ নারীর নিকটে বাস কদাচ করণা করোণা ।

আঁখির খুরপাবাজে প্রাণে দেয় হানা ॥ কি কবি সন্যাসী কিম্বা হউক পণ্ডিত । সকলের মন হরে বিষম মোহিৎ ॥

সমাশ্লিষ্যাত্যুচ্চৈর্ঘন পিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব । অমেধ্য ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো মহামোহান্ধানাং কিমিহ রমণীয়ং নভবতী ২৯

স্ত্রীলোককে হেয় বুদ্ধিকরে লোকশিক্ষা করাইতেছেন ॥

উচ্চঘন মাংস পিণ্ডে স্তন বোধ করি । পান করে লালাযুক্ত মুখের মধুরি ॥ আলিঙ্গন করে পরে করেত রমন ॥ রেত রক্ত প্রস্রাবের যে পথে গমন ॥ মহামোহে অন্ধযত জীব হল কি । অদ্রব্য কহিল যদি না রুচিল কি ॥

ইতি শান্তিশতকে পরিতপোপশমনো নামপ্রথমপরিচ্ছেদ

অথ নবিস্মরিতশ্চারুতরা সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ । অত্র পুনঃ পরমার্থ দৃশাং কিমপি সার মনীয়ঃ । ৩০

কোন ব্যক্তি এই সংসার ভালকহে কেহ কহে অনিত্য ॥ না করি বিচার কহে সংসারসুন্দর । সেই মূর্খ বলে যে দেখিতে মনোহর ॥ যেই পরমার্থ দর্শী মনেতে তাহার । কিছুই না ভালো বলে সকলি অসার ॥

কোনপ্যানর্থ রুচিরং কপটং প্রযুক্ত মেতত্ মহুদ স্বজন বন্ধুময়ং বিচিত্রং । কস্যা বয়ং কথ মযং স্বজনো জ্বরাবী স্বপ্নে ন্দ্রজাল সদৃশঃ খলু জীবলোক । ৩১

এই সংসারকে নিন্দাকরিয়া লোক শিক্ষা করাইতেছেন ॥

স্বজন সুহৃৎ বান্ধু ময়েতে বেষ্টিত । বিষয় কপট সব কে

সদবতি তাবদস্মীরিশ. ঃ সুখং স্ফুরিতি যাব দ্বিং হৃদিনূঢ়তা
মনসি তত্ত্ববীনাং বিবিক্তৈকবিষয়াঃ স্বসুখং স্বপরিগ্রহ ॥ ৩৪

যদবধি শরীরের মধ্যে অজ্ঞান থাকে তদবধি এই বিষয়ে
সুখ বোধ হয় আর অজ্ঞান ঘূচিলে সকল মিথ্যা বোধ হয় ॥

মন মধ্যে মূঢ় বুদ্ধি থাকেত যাবৎ । বিষয়েতে সুখ বোধ
থাকেত তাবৎ ॥ যখন নিমগ্ন সজ্ঞানে মুক্ত হয় মন । কোথায়
বিষয় পরি পরিগ্রহ ধন জন ॥

যদাপূর্ব্বং নাসীদপরিচিতথা নৈবজবিতা তদানধ্যা বস্তাস্কন্দ
পরিচয়ো ভুতুনচয় । অতঃ সংযোগস্মিন বলবতী বিয়ো
গেচ সহজে কিমাধার প্রেমাকিমবি করণা সন্তচ শুচঃ ॥ ৩৫

আপনার দেহকে অনিত্যজ্ঞানে শোকশিক্ষাদিনোচ্ছেন ॥

ছিলনা যেকালে দেহ সংযোগ প্রাণেতে । ক্ষণ মাত্র পরি
চয় দেহের সহিতে ॥ ভূতের আবাস মাত্র যেন এই দেহ । ইহার
বিয়োগে দুখ না ভাবিবে কেহ ॥

ইন্দ্রস্যাস্তশুচি শূকরস্যচ সুখে দুঃখেচ নান্তরঃ স্বেচ্ছা
কল্পন যাতঃ থলু সুধা বিষ্ঠাচ কাম্যাসনং রম্ভাচাশুচি শূক
রীচ পরম প্রেমাস্পদং মত্যুতঃ সংপ্রাসোহপি নন্বঃ স্বকর্ম্ম গ
তিতি শান্যোহন্য জ্ঞানঃ ॥ ৩৬

প্রথকার কাছে কহেছন দেখ ইন্দ্র আর যে শুকর উভয় সমান
ইন্দ্র শুকরের সুখে দুঃখ নাহি ভেদ । সুধাবিষ্ঠা খায় দোঁ
হেহি হয় খেদ ॥ শচী শুকরীতে দোঁহে করয়ে রমনে ।

সমান যেঁাহার ভয় আছে মরণে ॥ আপনার কর্ম্ম ফলে হইল শুকর । নিজকর্ম্ম ফলে ইন্দ্র হৈল সুরেশ্বর ।

কমিন্দ্রলোচিতং লালাক্লিন্নং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং নিরুপণং রুচিপিত্তং খাদন্নরাস্থি নীরামোষঃ ॥ সুরপতি মপি পার্শ্বস্থং সাশঙ্ক মীক্ষতে নহি গণয়তি ক্ষুদ্রো লোকঃ পরিগ্রহঃ ফল্গুতাঃ ৩৭ ॥ লোক সমস্ত পাপে শঙ্কা না করে প্রতি গ্রহ করিতে বাঞ্ছাকরেন কিন্তু লোক লজ্জা ত্রম পারেন না সে কেমন তা তাহা গ্রন্থ কার কহিতেছেন ।

কৃমিতে লালেতে ভিন্ন নরাস্থী নিন্দিত । সুখে খায় কুকুর পাইয়া মহাপ্রীত ॥ ইন্দ্রকে দেখিয়ে সেই লজ্জা নাহি করে । পরাণের ভয়েতে কেবল মাত্র ডরে ॥ তেমন জানিবে ক্ষুদ্র জনার জীবন । ধর্ম্মভয় নাহি নীচ পরিগ্রহে মন ॥

অমীষাং জন্তুনাং কতিপয় নিমেষ স্থিতি যুষাং বিয়োগে ধীরানাং কইহ পরিতাপস্য বিষয়ঃ । অথাদ্যঃ পাদান্তে বীজমপি পিপাস্তি স্ম মনা নষ্টেহপি স্থাবরঃ শুর স্তরুপয়োধি প্রভৃতয়; ৩৮ ॥ জীবের পরমায়ু যৎকিঞ্চিৎ কাল এই হেতু পণ্ডিত লোক কদাচ শোক করেন না গ্রন্থকার তাহা কহিতেছেন ॥

কিন্তু নিমেষ কাল জীবের জীবন । তার বিয়োগে কি কষ্ট হয় ধীর জন ॥ অদ্রি সুর নরাগায় কেহনা থাকিবে । অতএব এ সবে লয় এদেহ জানিবে ॥

অর্থঃ নিনাশ সংশয় করী০ প্রাপ্য পদং দুস্তরা০ স্তপাশ্রয়ো নবেত্তি বিত্ত০ সঞ্জীবিতু০ বাঞ্ছতি । উদ্দিষ্ট

সাধু লোক সকলের না ছিল কিবল। বসতি, কারণ রম্য হর্ম্য তল ছিলো ॥ নানা মনোহর গীত নাহি কি শুনিত; । বন্ধু সমাগম সুখ ছিল না কি জাঁতো ॥ তবে কেন তাহারা তেজিলো গৃহ ধর্ম্ম । ইহার মধ্যেতেগুনো আছে কিছু মর্ম্ম ॥ দ্বীপের অঙ্কুর যেমন পতঙ্গ বাতাসে ॥ চঞ্চল হইয়া ফেরে নির্ব্বাণ তরাসে ॥ সেদীপের ছায়া হয় যেমন চঞ্চল । সাধুজন সেইরূপ দেখিয়া সকল ॥ এবিষয়বিষম দেখিসাধুজন । তেজিয়ে বিসয় কৈল কাননে গমন ॥

আস্তা মকন্টক মিদং বসুধাধিপত্যং ত্রৈলোক্য রাজ্যমপি নৈব তৃণায় মন্যে। নিঃশঙ্ক সুপ্তহরীণী স্থল সংস্থলাসু চেতঃ পরং বিশতি শৈল বনস্থলীষু ॥ ৪২

গ্রন্থকার বিষয়েতে তুচ্ছ বোধ করিয়া বন গমন করিতেছেন ॥

বসুধার আধিপত্য থাক অতি দূরে । ত্রৈলোক্যাদি পত্য মানি তৃণ জ্ঞান করে ॥ অভয়ে হরিণ গণ সুপ্ত যেই বনে । সেই বনে মোরমন করুক গমনে ॥

হরিণ চরণ ক্ষাণ্ণোপান্তাঃ সশাদ্বল নির্ঝরাঃ স্বসু মনরনিবিস্ব গুল্মৈ স্তরঙ্গিতপাদপাঃ। বিবিধ বিহগশ্রেণী চিত্র ধনি প্রতিনাদিতা [illegible] সিন মুদং কস্যাদধ্য শিবাবন ভূময়ঃ ॥ ৪৩

গৃহত্যাগ করিয়া বন বাসের কত সুখ তাহা কহিতেছেন ॥

হরিণের ক্ষুর ক্ষুন্ন সোভে সে বনেতে । শাদ্বল সহিত জল সুশোভন যাতে ॥ পবনে হেলিছে বৃক্ষ খসিছে কুসুম । নানা

ধ্যান করে যাতে থাকি নিরন্তর ॥ সেই পূর্ণ দিন হবে কাহার মনেতে ৷ হর্ষ নাহি করে বড় জিব পৃথিবীতে ॥

তেতীক্ষ্ণ দুর্জ্জন নিকার শরৈর্ভিন্নাধম্যাস্তএব ৷ নমনসৌখ্য ভূজস্ত এব ৷ সীমন্তিনী ভুজলতাগ্রহণং বুদস্য যেহবহিতাঃ সর্ব্ব সুখেশু তপোবনেষু ॥ ৪৪

কহিতেছেন যেব্যক্তি সকল স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন তাহারাই ধন্য ॥

শানিত ধীকার শরে বিদ্ধ আছে যারা ৷ ধন্য পুন্য কামসম সৌখ্যভুক্ততারা ॥ যে হেতু নারীর ভূজ লতার বন্ধন ৷ ঘুচাইয়া সম সুখে যায় তপোধন ॥

হরিণ্যঃ কল্যানঃ প্রতি বিটপমারোগ্যমটবিশবন্তিক্ষেমং ক্ষেমং পুলিনমশলং ভদ্রমুপলঃ ৷ নিশান্তাদস্মাৎ কথমপি বিনি ক্রান্ত মধুনা মনোহস্মাকং দীর্ঘানভিলষতি যুষ্মৎ পরিচিতং বনবাস বাসনা করিয়া বোনের হরিণ বৃক্ষাদিকে কহিতেছেন

শুন হে হরিণ গণ বন নদী গণ ৷ কল্যান আরগ্য ক্ষেমে থাক শুশোভন ॥ মৃগ বন নদী পুলীন পর্ব্বতা ৷ কল্যান আরোগ্য ক্ষাম কুশল ভদ্রতা ॥ ক্রমে হয় তোমাদের এ মঙ্গল গণ ৷ গৃহে হৈতে কন্টেতে বাহির হৈল মন ॥ অনু ... ... তোমরা মোর মন প্রতি ৷ চিরকাল তোমাদের সাগে পরিচিতি ॥

বাণোব কলমান্তরঃ কিশলয়ান্যোকস্তবলা॰ তল্প॰ মূলা তিমন্তয় ক্ষুধা॰ গিরিনদ্যোতোয়॰ তৃষ্যাহয়ে ৷ ক্রীড়া মুগ্ধ মৃগৈ

ধীরাংসি সংহদো নক্তং প্রদীপঃ শশী বিতবে তথাপি কৃপনাঘাচস্ত ইত্যদ্ভুতং ॥ ৪৬

বনে সকল দ্রব্য তোমার অধিন থাকিতে ও তথাচ যাচঞা কর কেনো এই হীত বাক্য গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

সকল থাকিতে বস্ত্র চেষ্টা কর কেনো । নব পল্লবের শয্যা কর প্রসারন ॥ তরুমূল থাকিতে স্থানের চেষ্টা ব্যর্থ । স্বাদু ফল ভোজি অন্ন চেষ্টা সে অনর্থ ॥ শীতল নদীর জলে দূর হবে তৃষ্ণা মৃগগন বয়স্যা তেঁহুর মৈত্র চেষ্টা ॥ রাত্রির প্রদীপ সদা জলে নিশানাথে । এমন স্বাধিন তেজে মর কেনো বৃথে ॥

শয্যা শার্দ্দূল মাসনং শুচিশিলাসদ্মদমানাবধঃ শীতং নির্ঝর বারিপান মশনং কন্দঃ সহায়া মৃগাঃ । ইত্য প্রর্থিত সকলভ্য বিভবেদোষোহয়মেকোবনেহ প্যাপার্থি নিষংপরার্থ চটনা বন্দোস্বিনাশীয়তে ॥ ৪৭

শার্দ্দূল শয্যাতে জীব করহ শয়ন । শুদ্ধশিলোপরি বৈস শুদ্ধ হবে মন ॥ বৃক্ষমূলে বসিপান কর নদী বারি । আহার শালুক ভ্রম মৃগ সঙ্গে করি ॥ প্রার্থনা বিহনে বনে মিলে ধন সর্ব্ব । সকল সুলভ কিন্তু নাহি এক দুর্ব্ব ॥ ধনের লাগিয়া বন্ধু জনেরে সেবয়া । প্রার্থনা নাহিক ধন বানেরে দেখিয়া ॥

পুররিক্তাখিলাশাসাং প্রিয়ং কল্যাদিশেনপি । পারং গচ্ছা শতো যস্য ধনাবন নৃপাশতে ॥ ৪৮

যাচক ব্যক্তির আশা পুর্ণ করহ আর যেব্যক্তি শত্রু তাহারা ভাল করহ এই প্রকার গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

যাচক জনের আশা ব্যর্থ করিয়া। শত্রু জন সুখে থাক মনেতে ভাবিয়া ॥ বেদ সমূহের পার যায় যেইজন ধন্যতারা উপাসনা করে তপোধন ॥

আহারঃ ফলমূল মাত্ররুচিতঃ শয্যা মহী বল্কলঃ সম্বীতায় পরিচ্ছদঃ কুশসমীঃ পুষ্পাণি পুত্রা মৃগা। বস্ত্রানাপ্রদান ভোগ বিভবা নির্যন্ত্রণাঃ শাখিনো, মৈত্রানিত্যধিকং গৃহেবুব্রুহী ণাং কিং নাম দুঃখাদৃতে ॥ ৪৯

বনেতে সকলি সুখ আর সকল দ্রব্য সুলভ কেবলদুঃখনাই

ফল মূল খাওথাক আপন টক্কাতে। সুখেতে শয়ন করা পৃথিবী শয্যাতে ॥ পরিধান করাবৃক্ষ বাকল অম্বর। কুশকাষ্ঠ পুষ্পধন বড়ই সুন্দর ॥ বনেতে অপূর্ব্ব পুত্র আছে মৃগগণ ॥ নিরাপদ অন্ন বস্ত্র আদি যত ধন ॥ বৃক্ষের সহিত হবে মৈত্রতা তোমার। দুঃখ বিনে গৃহে কত রেশী সুখ আর ॥

নিঃস্বভাবস্তব ভাবনয়াস্তে সার্ব্বভৌম ভবনং বন বাসিঃ বালি সোহি বিষয়েন্দ্রিয় চৌরৈর্মুষ্যতে স্বভবনেচ বনেচ। ৫০

জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনবাস চক্রবর্ত্তি রাজার গৃহতুল্য আর যাহার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় নাই সে সুখের গৃহ বনতুল্য ॥

স্তবের ভাবনা যার কিছু নাই মনে। চক্রবর্ত্তি ভবন সদৃশ তার বনে ॥ বিষয়েন্দ্রিয়েতে করে চোর যেই জনে। কোথাও ভদ্রতা নাই বনে বা ভবনে ॥

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ

স্তপঃ॥অঙ্গংসিতে কর্ম্মাণি যঃ প্রবর্ত্তেতে নিবৃর্ত্ত রাগস্য গৃহং অপোবনং ॥ ৫১॥

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া গৃহে থাকা সেহ ভাল ॥

বিষয়েন্দ্রিয়েতে করে রাগ যার আছে। বনে গেলেও সে জনার দোষ নাহি ঘুচে॥ গৃহে থাকি করে যেই ইন্দ্রিয় দমন পরম তপস্বী বটে জেনো সেইজন॥ নাকরে নিন্দিতকর্ম্ম শুদ্ধেতে মন। নিবৃত্ত রাগির জেনো ঘরি তপোবন॥

বিবেকঃ কিংসোহপি স্তরলুজনিকা যত্রনকৃপা নকিংমার্গো যস্মিন ভবতী পরানুগ্রহরসং। সকিংধর্ম্মোযত্র স্ফুরতি নপর দ্রোহবিরতিঃ শ্রুতংতদ্বাকিংস্যা দুপশমকলং যন্ননয়তি॥ ৫২

কিসে ধর্ম্ম কিসে অধর্ম্ম তাহা কহিতেছেন॥

সরজ জনিকা কৃপা যে বিবেক নাই। তাহারে কি বিবেক করিব আমি ভাই॥ পর প্রতি অনুগ্রহ নাহি যেই পথে। সে পথ কুপথ অন্য মত নাহি ইথে॥ যে ধর্ম্মে নাহিক পর দ্রোহের বিরতি। তারে কি বলিব ধর্ম্ম অধর্ম্মের প্রকৃতি॥ মনো উপশম নাহি করে যেই বেদ। তারে কি বলিব শ্রুতি সেই নহে বেদ॥

অগ্রেকস্যচিদস্তিকিঞ্চিদস্তিতঃ কেনাপি পশ্চেকৃতঃ সংসার শিশুতার যৌবন জরাভারাবতারাদরঃ। বালত্বং বহুমন্যতা মনুলতঃ প্রাপ্তোযুবাসেব্যতাং বৃদ্ধস্তু দ্বিশগ্নবহিস্ক তইবব্যাদৃত কিং পশ্যতি॥ ৫৩

বালক বৃদ্ধ যুবাকে ক্রমে কহিতেছেন ॥

শিশু যুবা বৃদ্ধ ক্রমে দেখ সবাকার । আগে পিছে আগে পিছে আছে এসংসার ॥ এসংসারে রহি স্নান করুন বালক । আগ্যানে পাইয়াছে সেবা করুন যুবক ॥ বিষয় হইতে হারাইল বহুজনা । এ বিশয় মিথ্যা সঙ্গে কেন ভেজেনা ॥

পুত্রদারাদিসংসারঃ পুংসাং সংমূঢ় চেতসাং । বিদুষাং শাস্ত্রসংসারঃ সংযোগাভ্যাসবিঘ্নকৃৎ ॥ ৩৪

পুত্রদারাদিসংসার আর পণ্ডিত গণের শাস্ত্রসংসারের ভয় কেমন

পুত্র দারা আদি যত এইত সংসার । ইহাতে আপন বোধ মূঢ়বুদ্ধি যার ॥ পণ্ডিত জনার জেনো শাস্ত্রই সংসার ॥ সংযোগ হইলে যার নাশ নাহি আর ॥

ইতি শান্তিশতকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥

মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্ত্বয়া ; পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তর যাবন্ন ভিদ্যতে ॥ ৩৫

এই দেহকে নৌকা করি কহিতেছেন ॥

বহু পুণ্য মূল্যতে কিনেছো দেহতরি । না ভাঙ্গে যাবৎ যাহ ভব নদী তরী ॥

দিবসরজনী বুদ্বুদৈঃ পর্যাবর্ত্তনাবর্ত্তং বহতি নিকটে কাল স্রোতঃ সমস্ত ভয়াবহং । ইহহি পততাং নস্ত্যালম্বোনচাপি নিবর্ত্তনং তদিহ মহতাং মোহঃ কোহয়ং যদেব মদাবিল ॥ ৩৬

এই সংসার কে মোহ নদী স্বরূপ করিয়া কহিতেছেন ॥

২ দারা পুত্র আদি ভবনদি জেনো এরে। দিবা রাত্রি দুকূল সর্ব্বদা খসি পড়ে ॥ কালরূপি স্রোত তাহে বহে অনিবার। ইহাতে পড়িলে পুন নাহিক নিস্তার ॥ দেখিয়ে বিষম নদী প্রাণ কাঁপে ডরে। সাধকহে মদ গর্ত্ত শঙ্কা নাহি করে ॥

৬ অবশ্যং যতারশ্চিরতরমূষিত্বাপি বিষয়া বিয়োগে কোভেদস্ত্যজতিনজয়াথ স্বয়মিমান্। ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাং পরম পারিতাপায় মনসঃ স্বয়ংত্যক্তাহ্যেতে শমসুখ মনন্তং বিদধতি ॥ ৫১

এই বিশয় বিচ্ছেদের মধ্যে এক চমৎকার দেখাইতেছেন ॥

চিরকাল আছে যত দেখ এবিষয়। অবশ্য যাইবে কেহ থাকিবার নয় ॥ যে বিষয় স্বয়ং লোক তেজিতে না পারে ॥ কি সুন্দর ভেদ তার বিচ্ছেদ ভিতরে ॥ আপনি গমন যদি করে সে বিষয়। জীবের মনেতে কত পরিতাপ হয় ॥ জীব যদি স্বয়ং বিষয় ত্যাগ করে। সে বিচ্ছেদ অনন্ত সমান সুখ ধরে।

ভবারণ্যং ভীমং তনুগৃহমিদং ছিদ্রবহুলং বলি কালশ্চৌরোনিয়তমসিতা মোহরজনী। গৃহীত্বাজ্ঞানাসিং বিরতিফলকং শীলকবচং সমাধানং কৃত্বা স্থির তর দৃশোজাগৃতজনাঃ ॥ ৫২

ভবসমুদ্রকে বন স্বরূপ করিয়া কহিছেন ॥

ভব রূপ ভয়ানক দুর্গম বনেতে। নানা ছিদ্র আছে দেখ তনুর গৃহেতে ॥ সর্ব্বদান্ধকার রাত্রি মোহ ঘন ঘোর। তাতে অতি বলবান পিছে কাল চোর ॥ অতএব বলি ভাই শুন সাবধানে। জ্ঞান রূপ অসিধরে থেকো জাগরণে ॥

গৃহে পর্য্যঙ্কেহধ্রুবিধ কুনুনোরং শ্রুতবত স্বপ্নেন্যাবক্ষা। র ভইতি মার্গে হিযমুনিভঃ। নরান গেঁহাদেহাৎ প্রতি দিন সাব কব্যনরতঃকৃতাস্তাং শাঙ্কাকিংনাভবতিরে জাগভজনাঃ ॥ ৫৭

এক দিন নিজগ্রামে চূরি যদি হয়। লোক শুনে স্বভবনে সাবধান হয় ॥ শুনরে শুহৃদ জন এইত উচিত। তোমরা জানি। কেন নাকর বিহিত ॥ প্রতি দিন তনুগৃহে কেড়ে লয় প্রাণ। জাগয়া কৃতান্ত চোরে হও সাবধান ॥

কেয়ূরং নোবয় নশিচরঃ কিংভবাম্ভোভবাব্ধৌ ফিম্মে ম্মীণাং বিষমবিজনৈ; কেশবৎপুঞ্জতাঃস্ম উৎক্ষেপীরত্ন ক্ষরিণী ক্রিচয়ে চিত্তমাধায়পুণ্য; সর্ব্বারম্ভৈনগতজগতা মত্তরা শ্বনানিস্তে। ৬২

এভব সংসারে কেহ কারোনয় অতএব সুপথ বাঞ্ছা করহ ॥

তোমারাতো মোদেরে নাহিক কেহ হয়। এসংসারে কেবা কার ক্ষণ পরিচয় ॥ ভব সমুদ্রের ঢেউ ফেণা রাশি মাত্র। ইহার মধ্যেতে যদি হও সুচরিত্র ॥ তবে ইহা জানি দেও ধর্ম্ম পথে মন। সর্ব্বারম্ভে ব্রহ্মপথে করহ গমন ॥

ভুক্তিং কষ্টেসুখাং ব্যানক্তু মূৰ্চ্ছনস্তস্মিন্ন বোদামিহে বৃতাং যাচ মনুষকো বিষমচং ভুস্মিন্নথিদ্যামহে। যাবদ্য প্রকৃতিঃ সমাং বিতনুতাং কিন্নস্তয়া চিন্তয়া হৃষ্ম স্তং খলু কলং দম নিগুঢ স্তেদায় যজ্জায়তে। ৬১

গ্রন্থকার আপনার মনকে কহিতেছেন ॥

সুন্দর বচন সুধা শুনক সুজন। তাহাতে আমোদ নাহি

করো মম মন ॥ দুর্জ্জন বলুক বাক্য বিবেকেতে অভেদ । তাতে ও আমার মন নাহি কর খেদ ॥ যার যা স্বভাব সেত। করুক বিধান ॥ আমাদের সেচিন্তায় নাহি অবধান ॥ যাহে ঘুচে জন্ম রূপ নিগুড় বন্ধন । সেই কর্ম্ম সতত করিতে চাহোমন ॥

মদ্নিন্দয়া যদি জনঃ পরতোষমেতে ত্বন্যোপ্রযত্ন সুলভোহয়মনুগ্রহোমে । শ্রেয়োর্থিনোহি পুরুষাঃ পরতুষ্টিহেতো দুঃখার্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি ॥ ৬২ ॥

বিবেকীব্যক্তিকহিতেছেন ॥ বশ বাঞ্ছা কর মনেযতেকসুজন সুখেতে সঞ্চিত ধন করে বিতরণ । জন যদি নিন্দা মাত্র করি তুষ্ট হয় । সেত বটে আমার শুভত অতিশয় ॥

কশ্চিৎ পুমান ক্ষিপতিমা মতি বক্র বা চং সোহহং ক্ষমাভরণমেত্যনুহং প্রয়ামি । শোকং করোমি পুনরেব ময় তপস্বী চারিত্রতঃ স্খলতবানিতিময়িমিতং ॥ ৬৩

আমারে কোন ব্যক্তি নিন্দাকরে করুক সাধুব্যক্তিকহিতেছেন । মোর প্রতি কোন ব্যক্তি রুষ্ট করি মন ॥ বিনাদোষে কটূবাক্য করিলে ক্ষেপন ॥ সেযেনো আমার হয় ক্ষমাআভরণ তাহাতে কদাচ শোক নাহি কর মন ॥ সবে মাত্র এই শোক করয়ে হৃদয় । ধৈর্য্যগুণ হৈতে পাছে সাধুনষ্ট হয় ॥

স্বধর্ম্ম পীড়ামবিচিন্ত্যযোহয়ং নহ পাপশুদ্ধ্যার্থমিহপ্রবৃত্তঃ নচেৎ ক্ষমা মপ্যহ মন্যাঙ্গর্য্যাং মত্তঃ কুতঘ্নো বদ কো দুশ্যো হন্যঃ ॥ ৬৪ ॥

অর্থাৎ যেজন যার নিন্দা করে সে তার পাপ গ্রহণ করে ॥
আপনার অবর্ম না ভাবি যেইজন । মোর পাপ শুদ্ধি জন্যে
কর এ বর্জন ॥ ক্ষমাগুণে নাহি যদি আমি করি মান্য । তবে
আমা বিনে কেবা কৃতঘ্ন অন্য ॥

অন্তঃস্থানন্যবধূপীণতাং গৃহসুখাদ্বৈরাগ্য সাধীনতাং বন্ধুদ্যো
ব্যবধীরতাং সুরনদীতীরে সদাস্থায়িতাং ভিক্ষাধ্যাং, ব্যবশীয়
তাং সমুচিতং স্বংকর্ম সংক্ষিপ্ততাং বিষ্ণুপাদতলৈদীয়তাং পর
তত্ত্বং বৃক্ষানু সন্ধায়তাং ॥ ৬৫

গ্রন্থকার কিসেকোদয়েতে ব্যবস্থা কহিতেছেন ॥

আপনার প্রতি তুমি কর অবধান । গৃহ শুকত্যাজি কর বৈরা
গ্য বিধান ॥ ত্যেজি বন্ধুগণ বৈস সুর নদী তীরে । পরাণ ধারণ
কর নিত্য ভিক্ষা করে ॥ স্বকর্ম সংক্ষয় করে মোনে ভাব হরি ।
কাল কাটো পরং বৃক্ষানু সন্ধান করি ॥

শংক্ষান্তিঃ সময়ে শ্রুতিঃ শিব শিবে ভুক্তির্মনো নির্বৃতি
ভিক্ষে চাভিরুচী ॥ গৃহেষু বিরতিঃ শশ্বৎ সমাধেরতি । একান্তে
বসতিশ্চ রুক্ষ তিরতিঃ ॥ সদ্ভিঃ সমং সঙ্গতিঃ সংযোগীত রণ
জনি জিতি রসৌসম্যুক্তিমার্গস্থিতিঃ ॥ ৬৬

মুক্তির কারণ কহিতেছেন ॥ সময়েতে শ্রুতি পাঠ ক্ষমাগুণে
শান্তি । শিব শিবে ভুক্তি আর মনের নির্বৃতি । পরি মিত
ভিক্ষা কর গৃহেতে বিরতি । শশ্বৎ কর্ম্মে তিরতি । নির্জনে বস
তি ॥ প্রণতি গুরুর প্রতি সতের সঙ্গতি । কাম পরাজয় সত্য

শাক্যেতে পিরিতা॥ ক্রমেং করিলাম ঘডেক উকতি । এইং শ,
ব গুলি জেন মুক্তি পথ স্থিতি ২॥

সম্ভোগাদ্বিশয়ান্নিবস্য পরিতস্তৈমিত্যমাপ্তাং কিলজ্ঞানৌ
ঘেবতরাকথং তবন্তি বেদাত্মানং পেক্ষাস্পদং । ধ্যাত্বা ভক্তি
দেবৈনাধ্বর মিত্তোবিদ্যাবৃত্তি রেব মৃজা তস্যাং ব্যোতিরুদেতা
চেক্ষং মিদং দোশএয়ং ব্যক্যাতি ॥ ৩৭

জীবের প্রতি কহিতেছেন ॥ বিষয় আমিষ ভোগে হইয়াছ
অন্ধ । জ্ঞান চক্ষে কেমনে দেখিবে বৃক্ষানন্দ ॥ শ্মরণ ভজন কর
ত্যেজহ বিষয় । তবে হবে বিজ্ঞান জ্যোতির সে উদয় ॥ যখন
সে জ্ঞান জ্যোতি হইবে উদয় । তখন জ্ঞেকাষ্ঠ স্বরূপ দোষত্রয় ॥

বৃক্ষের গোচর জয়া নগিরা প্রাণিরো পুস্তেপ্রথিতং কথ
বতারঃ । অন্ধং কমেন কল্পনাদি গুণবিহাদে । শূন্যবত্তাং হৃদি
পদং স্বয়মাদিবাতি । ৩৮

বৃক্ষ বস্তু কেমন তাহা কহিতেছেন ॥ দূরেথাক দূরবাক্যে
বৃক্ষের নিশ্চয় । বাক্যেতে কি কব বৃদ্ধি গম্য নাহি হয় ॥
পুলকিত শ্রদ্ধাবানের হৃদয় । ক্রমে কল্পাদি গুণে অতি দুর
চয়ে ॥ তাহাতে স্বয়ং পদ করেন নিধান ॥ বৃক্ষ বস্তু কেমন
বুঝহ বুদ্ধিমান ॥

দুঃখাঙ্গারক তীব্রসংসারোদয় মহানলে দোগ্ধনঃ ॥ ইহহি
বিষায়ান্নিরলালনন্দান স্বাস্থ্য ।র মা নিপত ॥ ৩৯

বিষয়কে পাক গৃহ করিয়া আর মনকে বিড়াল স্বরূপ করা
কা কহিতেছেন ॥ অঙ্গার স্বরূপ আছে দুঃখ অতিশয় । দেখ

পাক গৃহ তুল্য এই যে বিষয় ॥ আমিষের আশ্বসা করিয়া মোর মন। বিড়াল স্বরূপ হয়ে করোনা গমন ॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং ব্যাপারৈর্বহুকার্য্য কারণ শতৈঃ কালোপি নজ্ঞায়তে। দৃষ্টা জন্মজরা বিয়োগ মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে পীত্বামোহময়ীং প্রমোদ মদীরাং মুন্মত্তভূতং জগৎ ॥ ৭৫

মনকে কহিতেছেন ॥ আদিত্যের গমনাগমনে প্রতি দিন বহু বিধ ব্যাপারেতে আয়ূ হৈল ক্ষীণ। দেখো জন্ম জরা মৃত্যু না জানো কালেরে। ত্রাস নাহি হয় মোহ মদ্য পানকরে ॥

অরে চেতো মৎস্য ভ্রমন মধূনা যৌবন জলে ত্যজস্থং স্বচ্ছন্দং যুবতী জলমধ্যে পশ্যাশী নকীং। তনজালিজালং স্তনজুগকুম্বী ফলযূক্তং মনোভূঃ কৈবর্ত্তঃ ক্ষিপতিরতি তন্তুন প্রতি মূহূঃ ॥ ৭৬

মনকে মৎস্য স্বরূপ করিয়া আরস্ত্রীলোকের যৌবনকে জলরূপ করিয়া কন্দর্পকে কৈবর্ত্ত স্বরূপ করিয়া কহিতেছেন ॥ অরে মন মৎস্য রাখ আমার বচন। যুবতী সমুদ্র জলে করোনা ভ্রমন ॥ নির্ভয় হইয়া আছোনা দেখো চাহিয়ে। কন্দর্প কৈবর্ত্ত আছে জাল ফেলাইয়ে ॥ শরীরের লোমাবলি করিয়াছে জাল। স্তন দুটি তিত্ত লাউ দিয়াছে বিশাল ॥ রতি দড়ি মুহূ মূহু করিয়াছে ক্ষেপণ। জানো না কৈবর্ত্ত তোর বধিবে জীবন

তরণী সমা রত্তে তন্যাঃ শরীরশরোবরং সরভস মনোহংসশ্রেণী প্রয়াপীকথং পুনঃ। প্রবল তলভীকাপার্শ্বে পশৌ প্রাপ্য

পর যাচনাম্বিঃ ॥ মেরুং প্রদক্ষিণ যতোহপি দিবাকরোহং তেজস্বর
সপ্তন্তর গাণ কদাচিদষ্টৌ ॥ ৭৭

আপনার মনকে কহিতেছেন ॥ দেবতার প্রতি মোহ কর
সমর্পন । নতত সুখেতে থাক শুদ্ধ করিমন ॥ পরযাচাএতে
তব কিবা কার্য্য আছে । হলে তাই রূপ লেতে বিধি যা লিখে
ছে ॥ সূর্য্যদেব করে নিত্য সুমেরু বেষ্টন । সপ্ত অ শ্ববিনে অর্ক্ত
না হলো কখন ॥

আকাশমং পততু গচ্ছতু বা দিগন্তং মিত্তোনিধিং বিশতু
বা তিষ্ঠতু কামমেষ্টং । জন্মান্তরার্জ্জিত শুভাশুভকৃন্নরানাং ছা
য়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম ফলান রঙ্গঃ ॥ ৭৮

আপন মনকে কহিতেছেন ॥ আকাশ বা যাও ভূমি যাও
বাদি গন্তে ॥ জলধি প্রবেশ কিম্বা থাকহ একান্তে ॥ যাইচ্ছা
তাহি কর শুন ওহে ভাই ॥ কর্ম্ম ফল বিনে আর কিছু পাবে
নাই ॥ শুভাশুভ কর্ম্ম ফল ছায়ার সমান । মরিলে সঙ্গেতে
যাবে নাহিক ছাড়ান ॥

উপনব ফলাবিদ্যা বীজাং ফলং ধনমিচ্ছতাঃ ভবতি বা
কমলা কমুং প্রারব্ধ […]কিমকৃতং । নিয়ত বিষয়াকেতে ভা
বা নযান্তি বিপর্য্যয়ং জনমভি গতঃ শালেক্ষিজাং নজাও
দ্রবাঙ্কুরং ॥ ৭৯ ॥

আপন মনকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন ॥ যে বিদ্যারি
জের ফলে না হয় জনম । পুনঃ২ গতা[…]ত হয় উপাসন ॥
ধনাকাঙক্ষি জনের সে বিদ্যা হয় বর্জ্য । বিদ্যা ভবনের বাঞ্ছা

বড়ই আশ্চর্য্য ॥ যার যে স্বভাব কভু নাহি বিপর্য্যয় । শাদি
খাদ্য জীবে যবাঙ্কুর নাহি হয় ॥

যদাতে সাধুমা নুপরি বিমুখা সন্তি ধনিনো নচৈ ধাব
ক্লৈব্যা মপিস্তু নিজবৃত্তিরব্যুত্তয়ং । অতঃ খেদোঽহস্মিন্ন পর
মনু কল্পেব ভবতি স্বমাংশী ত্র্যন্তেভ্য কইহ হরিণেভ্য পরী
ভবঃ ॥ ৮২ ॥

ধনি ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করিয়া এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আ
পন মনকে প্রবোধ দিতেছেন ॥ সন্ন্যাসী যদ্যপি যান ধনি
ব্যক্তির পাস । না দেখির তাহারে ধনি বিমুখেতে বৈশে ॥
সেটা কিছ তার প্রতি অবিজ্ঞা নাকরে । ধন দিতে হবে বলে
মনে শঙ্কা করে ॥ বনেতে হরিণ তথা যায় পলাইয়া বরাদে
খাইবে মাংশ আমারে বধিয়া ॥ যেমন মাংশের ভয়ে ত্রাশিত
হরিণ ॥ ধনিভাবে সেই রূপ ইথে নাহি ভিন ॥

তস্মাত্তামন্তমজয়ং পরমং বিকাশিত ঘুক্ষ বাহ্যং ভজুবায়দি
চেতনাস্তি ॥ যস্যানু সঙ্গতেমে ভুবনাধিপত্য ভোগদয়ঃ কৃপণ
জন্তু গতা বিভান্তি ॥

এই হেতু সর্ব্ব সংবাদি প্রবোধ দিতেছেন ॥ অত এব শুন
হে পণ্ডিত সর্ব্বজন । দেখিয়া এসব যদি থাকে হে চেতন । তবে
ভাব ব্রহ্ম পর অনন্ত অজর । পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি অখিল ঈশ্বর
যাহারে জানিলে হবে জ্ঞানের উদয় ॥ অতি তুচ্ছ বোধ হবে
এছার বিষয় ॥

তি শান্তি শতকে কর্ত্তব্যোপদেশস্তৃতিয়ঃ পরিচ্ছেদ ॥

ঙ্কানিবৃত্তি যেতি হীনচরিতৈ র্যয়ৈব তক্ষ্মি কমা কীং ন্নীদ্য

ব করোমি তামনুচরীং রামাংশ ক্লাশাস্পি । স্কন্ধাগ্রে নিপত

ত্বপি খলজিন প্রারণে যেষাং মনস্তেষ্বা মার্য্যমনস্বিনা মনূপ

দং গন্তাস্মিনাহং যদি ॥ ৮ ॥

যদ্যপি সৎপথ গামি আমি না হইতাম তবে ধনোপার্জ্জন

করিতাম ইহাই কহিতেছেন ॥

যে সকল হীন চরিত্র তার আদেশেং লক্ষ্মী আগমন করে

পুরুষের পাশে ॥ সে লক্ষ্মীরে অদ্যই করিব অনুচরি । যদ্যপি

সাধুর পথে গমন না করি ॥

ক্কাঃ শ্রিয়ঃ সকল কাম দুঘাস্ততঃ কিং সন্তর্পিতা প্রণয়িনো

স্ততৈব ততঃকি । কল্প স্থিত স্তনভৃতাং তনতি স্ততঃ কিংন্যস্ত প

শিরসী বিদ্বিষতাং ততঃকিং ॥ ৮৩

বহুধন হৈলে পরে তাহে বাকিহয় । ধনে বন্ধু গণে তোষা সে

ব কিছু নয় ॥ শত্রু শীরে পদ দিয়ে নীচ হইয়ে । কল্প কোটী

বেচে থাকা কি হবে তাহায়ে ॥

নিকন্দং কিমু কন্দরে দরভব ক্ষীণা স্বকনাঃ তৃচঃকিং

গুহাঃ শস্তিতঃ স্ফুরগিরিগুরু প্রাবঃস্রবদ্দী চয়ঃ । অর্থ থান নিত্ত

স্বতঃ প্রতিদিনং ঝর্ঝস্তিরু প্রীবিস্তি মহারাপিস্ত দূ ষ্টতি স্মিতি

ভুজাং বিদ্বস্তি রূপ্যাসতে ॥ ৮৪

পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থের আচরণ আর এই সকল ব্যবস্থা যাহারা করেন তাহার দিগের ধন্য কহিতেছেন ॥

জলপান পাত্র হস্ত পরম পবিত্র । ভূমিশয্যা ভিক্ষার লভ্য অন্ন অপবিত্র ॥ দশদিক বস্ত্র দেখ অতি সুনির্ম্মল । শয়ন কারণে বহু ক্ষিতিতল ॥ এ সকল দ্রব্য যদি অঙ্গিকার করে বনমধ্যে থাকে যেই ধন্য বলি তারে ॥ সন্তোষ তাহার মন পূর্ণ সেইজন । দৈনতা না করে করে কর্ম্ম নির্ম্মূলন ॥

সুখং শয্যা ভূমি রসন মুপধানং ভুজলতা বিতানং চাকাশং ব্যজন মনুকূলোয়ং মনিলঃ । স্ফুরচ্চন্দ্রো দীপঃ স্ববৃত্তি বনিতা সঙ্গ মুদিতঃ সুখং শান্তঃ শেতে নৃপ ইব ॥ ৮৯

এইরূপ ব্যবহার বনে যাহারা করেন তাহারা ভবভয়েতে ভীত যে নৃপতি হতেও শ্রেষ্ঠ ॥

হস্তের বালিশ বনে মস্তকেতে দিয়ে । মহানন্দে পৃথিবীতে থাকো শুয়ে ॥ আকাশের আচ্ছাদন পবন ব্যজন । দেদীপ্যমান চন্দ্র রাত্রে অতি সুশোভন ॥ নিজধৈর্য্য বনিতারে সুখে করি কোলে । বনে নিরাপদে শুয়ে থাকো কুতূহলে ॥ সাধু বলি যে করে এসব আচরণ । সেই নহে ভবভীত রাজার মতন ॥

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমাচ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী সত্যং সুনুরয়ং দয়াচ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ । শয্যাভূমি তলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥ ৯০

পত্র পুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতেভিক্ষাভৈক্ষ্যৈর্বয়ং প্রতি-
বৃর্ত্তিং সমীহামহে ॥ ৯২

সবিনয়ে লক্ষ্মীরে কহিতেছেন ॥

ওগো মাতা লক্ষ্মী আমি । নিবেদি তোমারে । আরে
ভজিয়া তুমি ভজ অন্যজনে ॥ বিষয় ভোগের বাঞ্ছা আছেত
যাহার । সেজন রসতা পর হইবে তোমার ॥ যাহার নাহিক
স্পৃহা বিষয় ভোগেতে । সে কেনো যাইবে মাতা তোমার পে
ষিতে । সংপ্রতি আমার মন এই বাঞ্ছা করে । পলাশ পত্রেতে
ভিক্ষা অন্ন ভক্ষিবারে ॥

সিদ্ধে শ্রে চৈন নাসিকে শ্রবণ ত্বক চাপিনো বার্য্যসে ।
সর্ব্বেভ্যস্ত নমস্কৃতাঞ্জলিরহং সংপ্রত্যয়ং প্রার্থয়ে ॥ বৃন্দাকং
যদি সম্মতং তদধুনা নাস্মান নিচ্ছাম্যহং হোতুং ভুবিভুজাং
নিকার দহনজ্বালা করালে গৃহে ॥ ৯৩

শরীরের ইন্দ্রিয় সকল কে কহিতেছেন ॥

ওহে জিহ্বো লোচন নাশিকে কর্ণ ত্বক ছালি । প্রণাম সভারে
করি হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥ তোমাদের ঠাই মাগি এইত প্রশ্রয় ।
যদ্যপি আপনার প্রতি অনুমতি হয় ॥ তবে আমি রাজ গৃহে
বিকার অগ্নিতে । না করি আত্মাকে দগ্ধ ভেবেছি মনেতে ॥
গতকালো যত্র প্রণয়িনী যমি প্রেম দটীল; কটাক্ষঃ কালিন্দী
লঘুলহরি বৃর্ত্তি; প্রবর্ত্তিত । ইদানী মম্মাকং জঠর কমঠী পৃষ্ঠ
কঠিন কর্মোবৃহি স্তস্ত কিং ব্যসনিমি মূষেব প্রলায়া ॥ ৯৪

পুনর্ব্বার স্ত্রীলোকের প্রতি কহিতেছেন ॥

ওহে প্রাণ যিনি শুন আমার বচন ॥ যখন আমার ছিলো
সুন্দর যৌবন ॥ তব ভালে রসিক আছিল মম মন ॥ তব ক
টিলি কটাক্ষ বিদ্ধিত তখন ॥ প্রবীন কচ্ছপ পৃষ্ঠ কঠিন যেমন
তেমন আমার মন হয়েছে এখন ॥ অতএব কেন্যে কর বৃথা প
রিশ্রম । এখন আমার মনে ঘুচে গেছে ভ্রম ॥

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংযোগজনিতং তদাদৃষ্টং না
রীময়মিদমশেষং জগদপি । ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকা
ঞ্জনজুষাং সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে   ৯৫

পুনর্ব্বার স্ত্রীলোককে কহিতেছেন ॥ যখন আমার ছিল
বিষম অজ্ঞান । কাম অন্ধকার যোগে মুদিত নয়ান ॥ তখন
আমার দৃষ্টি হইত সংসার । নারীময় দেখিতাম সকল জগৎ ॥
এখন পেয়েছি আমি বিবেক অঞ্জন ॥ তাহাতে নির্ম্মল মোর হ
য়েছে নয়ন ॥ এখন আঁখিতে মম এই জ্ঞান হয় । সকল জগৎ
আমি দেখি ব্রহ্ম ময় ॥

গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণ পশূনাং ক্ষিতিভৃতাং সুখং স্বস্তী
ভুক্তা বিষয়সুখমাস্বাদিতমতঃ । ইদানীমস্মাকং ভুবিইব মম
স্তুতৌ বৃত্তা মপেক্ষা ভিক্ষয়া কিমপি নহি চেতস্প্রসরতি । ৯৬

নিজ খেদোক্তি দ্বারা প্রবোধ দিতেছেন ॥

যত দ্বিচরণ পশু রাজার অগ্রেতে । স্বস্তী হোক মহারাজ এ
বাক্য পাঠিতে ॥ এতো কাল গেলো মম এরূপ করিতে । কির

ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হয়ে । পরমানন্দ সুধাপানে থাকিব ঘুমায়ে ॥ ভিক্ষায় ভোজন কালে আসি নির্ভয়েতে । কেড়ে খাবে পক্ষিগণ করে মম হাতে ॥

এনাক্ষিপ্য হাসৃতান কথমপ্যাস্তে বিবেকোদয়া নিতং প্রত্যুতিশঙ্করাক্ষণমপি স্বর্গে নমোদামহে । অপ্যনেষু বিনা শিভোগবিষয়া ভোগেষু ভূক্তা নমে স্বস্তুদ্যাঃ পুলিনেপরং হরি পদ ধ্যানং মনোবাঞ্ছতি ॥ ১০২

হৃদয়ের বাক্য ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন ॥

রমনীরস্পৃহা মম কোন মতে নাই । যে হেতু বিবেক মম জন্মিলাছে ভাই ॥ ক্ষণেক স্বর্গেতে আমি থাকিতে না চাহি । ভোগ ফুরাইলে পুন হইতে হবে দেহি ॥ অনিত্য বিষয় ভোগ বাঞ্ছা নাহি করি । এই বাঞ্ছা গঙ্গা গর্ভে সদা ভাবি হরি ॥

মাতর্মায়ে ভগীনী স্বমতে হেপিতর্মোহজাল ব্যবর্দ্ধ য-ভবন্ত ভবতা মেষ দীর্ঘোন্নিয়োগঃ । সদ্যোলক্ষীর্গহ চরণ ভূর্ক গঙ্গা প্রবাহ ব্যামিগ্রাঘাৎ দৃশদি সপদি বক্ষাদৃষ্টা ভবামি ॥

মায়া মোহ স্বমতি প্রভৃতি সকলকে কহিতেছেন ॥

ওগো মাতা মায়া শুন ভগিনী স্বমতি । ওহে পিতা মোহ তুমি শুনহ সংপ্রতি ॥ক্ষান্ত হবে সকলেতে করোনাহি খেদ না হবে মিলন আর হইল বিচ্ছেদ ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভুষ্ট গঙ্গা জলে স্থলে । প্রাণ ত্যেজি সদ্য ব্রহ্ম মেজি স্বতহলে ॥

গহ্ব ব স্থাপি জবরৃজি নহে মাত্তমিহ ভূর ভূমি দোষণা

মহমপ লয় ক্রংহি পিসূনঃ। অরে ক্রোধ স্থানান্তর মনুসয়াশু
বুংপরত ত্রিলোকীনাথোমংনপদি হৃদিদেবো হরিরসৌ ১০৪
কাম ক্রোধ অহঙ্কার তুমি যথা স্থানে যাও। ওহে মোহ
মম স্থান হইতে পলাও॥ আমার এ দেহ নহে দোষের
আকার। ওহে খল ক্রোধ তুমি যাও স্থানান্তর॥ আমার মনে
তে বাস করিলা এখন। ত্রিলোকের নাথ হরি ব্রহ্ম সনাতন॥

মাতর্মোদিনি মিত্র মারুত সখে জ্যোতিঃ সুবন্ধো জলভ্রাত
র্ব্যোমনিবদ্ধ এষ ভবতা মস্ত প্রণামাঞ্জলিঃ। যুষ্মৎ সঙ্গবশো
পজাত সুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল জ্ঞানাপাস্তসমস্ত মোহমহিমা
লীয়ে পরে ব্রহ্মণি॥ ১০৬

পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চজনকে কহিতেছেন।
মাতায় পৃথিবী শুন মিত্র হে পবন। শুন জ্যোতি সুখা
শুন জল বন্ধুজন॥ শুন ভাই আকাশ আমার নিবেদন। কৃতা
ঞ্জলি নতি করি করহ গ্রহণ॥ তোমাদের সঙ্গেতে জন্মিলো
পুণ্যোদয়। তাহাতে নির্ম্মল জ্ঞান স্ফুরত্তি মোর হয়॥ দূরে
গেলো মোহ সব যেই জ্ঞান হৈতে। সংপ্রতি হইব লীন
পরম ব্রহ্মতে॥

আশানাম্নী নদী মনোরথ জলা তৃষ্ণা তরঙ্গাকুলা মোহ
বর্ত্তসুদুস্তরা প্রকটিতা থোতুঙ্গ চিন্তাতটী। রাগ গ্রাহবতী
বিতর্কবহোগা ধৈর্য্যা দ্রুমধ্বংসিনী অস্যাংপার গতাবিশুদ্ধ
মনসো নন্দতি যোগীশ্বরাঃ॥ ১০৬

আশারূপ নদী যে কি প্রকার তাহা বিস্তারিয়া কহিতেছেন ॥

আশা নামে নদী তাহে মনোরথ জল। তৃষ্ণারূপ তরঙ্গেতে সর্ব্বদা বিকল্প ॥ মোহের আবর্ত্ত তাহে কে হইবে পার। অতি শয় উচ্চচিন্তা স্বরূপ দুধার ॥ রাগ রূপ কুম্ভীর ভাসিছে দেখ তায়। বিতর্ক স্বরূপ পক্ষ্য দুধারে খেলায় ॥ ধৈর্য্য রূপ বৃক্ষ সেইস্রোতেনিরবধি। বড়ই দুস্তার সেই আশা রূপ নদী ॥ তপোবলে যোগীগণ গেছে পার হয়ে। সর্ব্বদা আনন্দে আছে ব্রহ্ম পদ পেয়ে ॥

যদিশান্ত মনো ধেয়ং যদি মুক্তি পদে রতিঃ॥ তদাশিহ্লন মিশ্রস্য পদ মারাধ্যতাং প্রিয়া॥ ১০৭

আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন যায়। যদ্যপি কাহারো মুক্তি পদে রতি চায় ॥ যদ্যপি এড়াবে ভাই ভবের যাতনা শিহ্লন মিশ্রের পদ কর আরাধনা ॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ

ইতি মূল শান্তিশতকং গ্রন্থ সমাপ্তঃ ॥

এই কেতাব সিমুলিয়ার বিন্দু বাসিনী যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইতি সন ১২৫১ শাল তাং ২৮ কার্ত্তিক ॥

যাহার এই পুস্তক দরকার হইবেক তিনি উক্ত সাকিনের শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন তড়জী মহাশয়ের ২২ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি